দৈনিক ই-বর্তমান The Daily Bartoman
আমরা সত্যের অনুসারী
শুক্রবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭, ১৬ পৌষ ১৪২৪, ১০ রবিউস সানি ১৪৩৯

গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে সেমিনারে বক্তারা

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসএমই হতে পারে কার্যকর শক্তি

বর্তমান প্রতিবেদক

সরকার ও অন্যান্য পর্যায় থেকে নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও উৎপাদন ও বাজারজাত পর্যায়ে বিরাজমান নানা সমস্যার কারণে অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারছে না ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাত। এসব সমস্যা সমাধানে বৃহৎ আঙ্গিকে উদ্যোগ নেয়া গেলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসএমই একটি কার্যকর শক্তি হয়ে উঠতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনোভেশনস ফর পোভার্টি অ্যাকশন (আইপিএ) এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন কর্মসূচি যৌথ উদ্যোগে গতকাল ঢাকার হোটেল ওয়েস্টিনে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। 'বাংলাদেশে এসএমই উন্নয়নে প্রামাণ্য সংলাপ' শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক অতনু রাব্বানী ও যুক্তরাজ্যের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক পাওলা লোপেয পেনা দুটি পৃথক গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারে বক্তারা বলেন, এসএমই খাতের উন্নয়নে কার্যকর গবেষণা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে স্থায়ী ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। অন্যদিকে কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনে বড় সহায়ক হতে পারে। সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও বিশেষ কর্মসূচি বিভাগের প্রধান শেখ মোহাম্মদ সেলিম, ব্র্যাক ব্যাংকের এসএমই বিভাগের প্রধান সৈয়দ আবদুল মোমেন, উইমেন চেম্বারের সহ-সভাপতি সঙ্গীতা আহমেদ, ইকোটেক্স

লিমিটেডের মানবসম্পদ ও এথিকাল ট্রেডস বিভাগের ব্যবস্থাপক শতদল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচির বিশেষজ্ঞ আনোয়ারুল আরিফ খান, ইনোভেশনস ফর পোভার্টি অ্যাকশনের (আইপিএ) ইমরান মতিন, আইপিএ বাংলাদেশের পরিচালক আশরাফুল হক, গবেষণা সমন্বয়ক নুসরাত জাহান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। তারা বাংলাদেশে এসএমই খাতে মূল সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানে উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণার ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সেমিনারে আইপিএ'র পক্ষে ইমরান মতিন, আশরাফুল হক ও নুসরাত জাহান বিভিন্ন দেশে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন এবং বাংলাদেশে তথ্যনির্ভর এসএমই নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে শ্রম ও অর্থ মন্ত্রণালয়, পিকেএসএফ, বিসিসিআই, ব্র্যাক, সুইসকন্টাক্ট, বিজেএমএইসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন।